ইচ্ছাকৃতভাবে
না বুঝে কুরআন পড়া
গুনাহ না সওয়াব?

গবেষণা সিরিজ-৭

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin- 01944411560, 01755309907
QRF Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
QRF ICT- 01944411559
QRF Sales- 01944411551, 01977301511
QRF Cultural- 0197301504

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯
অষ্টম সংস্করণ : এপ্রিল ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা
ফোন : ০২-৭১৯২৫৩৯, মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	করণীয় কাজ নেকী (সাওয়াব) বলে গণ্য হওয়ার শর্ত	২৬
৭	নিষিদ্ধ কাজ গুনাহ বলে গণ্য হওয়ার শর্ত	২৭
৮	বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়	২৯
৯	ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়	২৯
১০	না জানার কারণে করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করার গুনাহর মাত্রা	৩০
১১	ইসলামের বিভিন্ন কাজ থেকে বিপথে নেওয়ার শয়তানের কর্মপদ্ধতি	৩২
১২	বিপথে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো সহজে গ্রহণ করানোর জন্য শয়তানের সাধারণ কর্মকৌশল	৩৩
১৩	শয়তানের ধোঁকা নামক কৌশলের প্রথম প্রয়োগ	৩৪
১৪	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব' বিষয়ে Common sense	৩৫
১৫	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব' বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৪০
১৬	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব' বিষয়ে আল কুরআন	৪১
১৭	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব' বিষয়ে চূড়ান্ত রায়	৫৮
১৮	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' বিষয়ে হাদীস	৫৯
১৯	'না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব' বিষয়ে হাদীসের তথ্যের সারসংক্ষেপ	৭৪
২০	না জানার কারণে অতীতে যারা না বুঝে কুরআন পড়েছে এবং বর্তমানে পড়ছে তাদের অবস্থা ও করণীয়	৭৫
২১	কুরআনের জ্ঞানার্জনের দিকে মুসলিমদের বেশি আকৃষ্ট করার জন্য করণীয়	৭৬
২২	শেষ কথা	৮০

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

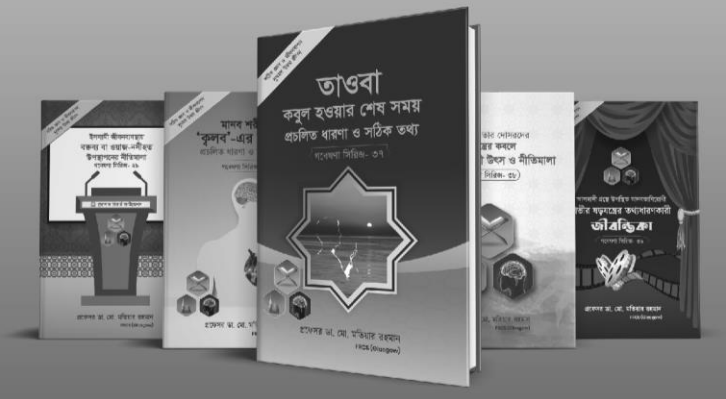

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী' কথাটা প্রায় সকল অনারব মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে। অধিকাংশ অনারব মুসলিম এর ওপর আমলও করে। প্রচলিত এ কথাটি কুরআনকে শুধু না বুঝে পড়ার অনুমতিই দেয় না, উৎসাহিতও করে। আর এ কথাটার প্রভাবে বর্তমানে সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলিম না বুঝে কুরআন পড়ছে। ফলে কুরআন পড়ার পরও তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense-এর আলোকে পর্যালোচনা করলে সহজেই জানা যায় যে, প্রচলিত এ ধারণাটি সঠিক নয়। মূলত ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া কুরআন ও হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তবে শুধু আরবী ভাষা শেখার স্তর, হিফ্‌জ করার সময় ও সুরার শুরুতে থাকা এক বা একাধিক অক্ষর (হুরুফে মুকাত্তাআত) বিশিষ্ট আয়াত না বুঝে পড়লে নেকী হবে।

এ বিষয়ের সঠিক শিক্ষাটি কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে পুস্তিকাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। না বুঝে কুরআন পড়া তথা না বুঝে কুরআন পড়ার মহা অভিশাপ থেকে মুসলিম উম্মাহকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারিণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

---

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. ... ...

অনুবাদ : ... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নম্বর-৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ... ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

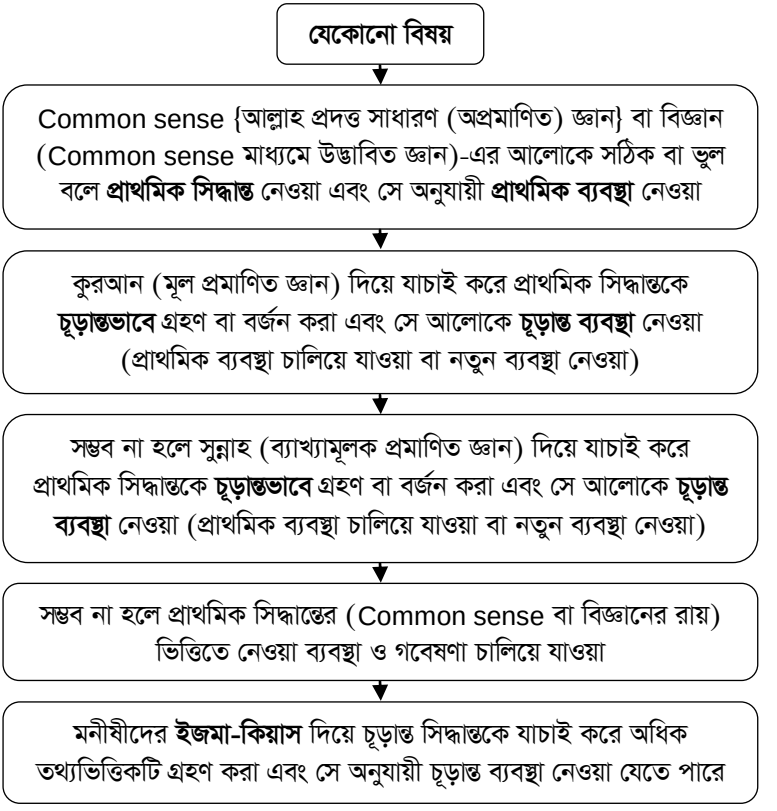

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

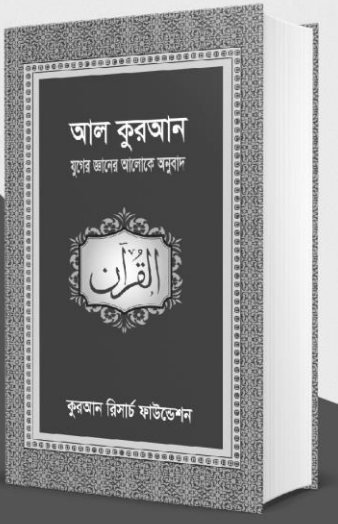

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

'না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী' কথাটা বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। প্রচলিত এ কথাটি কুরআনকে শুধু না বুঝে পড়ার অনুমতিই দেয় না, বরং দারুণভাবে উৎসাহিতও করে। আর এ কথাটার প্রভাবে বর্তমানে সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলিম না বুঝে কুরআন পড়ছে। তারা এটি করছে এ কথা ভেবে যে–

১. না বুঝে পড়লেই যখন প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যায় তখন আর কষ্ট করে অর্থ বুঝতে যাওয়ার দরকার কী?
২. অর্থসহ তথা বুঝে পড়তে গেলে, না বুঝে পড়ার তুলনায় একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে। ফলে সওয়াবও কম পাওয়া যাবে।

ইসলামী জীবন বিধানে সকলের জন্য সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ হলো– কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো– কুরআনের জ্ঞানার্জন না করা বা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং **'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?'** (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামক বই দুটিতে।

না বুঝে কুরআন পড়ার অর্থ হচ্ছে, কুরআন পড়া কিন্তু কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। তাই এ কথা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, প্রচলিত কথাটি ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজকে দারুণভাবে সাহায্য করছে। সুতরাং কথাটি সঠিক কি না তা খতিয়ে দেখা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

বিষয়টি নিয়ে কুরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করে যে তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলো মুসলিম জাতির কাছে উপস্থাপন করাই পুস্তিকাটি লেখার উদ্দেশ্য। আশা করি তথ্যগুলো জানার পর সকল পাঠক জানতে পারবেন, অর্থ তথা জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ হবে, না সওয়াব হবে। আর এর ফলে একজন পাঠকও যদি না বুঝে কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়ে বুঝে কুরআন পড়া আরম্ভ করে তবে আমাদের এ চেষ্টা সার্থক হবে।

করণীয় কাজ নেকী (সাওয়াব) বলে গণ্য হওয়ার শর্ত

ইসলামে করণীয় কাজ পালন করলেই নেকী হয় না। আল্লাহ তা'য়ালার জানানো এবং রসূল (স.)-এর দেখিয়ে দেওয়া কিছু শর্ত পূরণ করে করণীয় কাজ করলেই শুধু তা নেকী বা সাওয়াব বলে গণ্য হয়। শর্তগুলো হলো–

১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা।
২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।
৩. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয় (মাধ্যম) মনে করে পালন করা।
৪. আল্লাহর জানানো ও রসূল (স.)-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে আমলের অনুষ্ঠানটি করা।
৫. আনুষ্ঠানিক আমলের ক্ষেত্রে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। (আনুষ্ঠানিক আমল হলো সে কাজ যা পালন করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে। যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি)।
৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করা।
৭. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া। (ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমল হলো– বিভিন্ন ধরনের মৌলিক ও অমৌলিক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজ-সমৃদ্ধ আমল। যেমন– মানুষের জীবন পরিচালনা, রসূল (স.)-এর অনুসরণ ইত্যাদি)।
৮. ব্যাপক কর্মকাণ্ডমূলক আমলে থাকা বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বানুযায়ী আগে বা পরে পালন করা।

এ শর্তগুলোর–

- প্রথম ৪টি হলো সাধারণ শর্ত। যা সব করণীয় কাজের জন্য প্রযোজ্য।
- আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য সাধারণ শর্তের সাথে ৫ ও ৬ নং শর্ত দুটি যোগ হবে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য শর্ত হবে ৬টি।
- ব্যাপক কর্মকাণ্ড– যেখানে আনুষ্ঠানিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত আছে, সেখানে শর্ত হলো সবগুলো তথা ৮টি।

নিষিদ্ধ কাজ গুনাহ বলে গণ্য হওয়ার শর্ত

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি ইসলামে করণীয় কাজ শুধু পালন করলেই নেকী হয় না। কয়েকটি শর্ত পূরণ করে পালন করলে নেকী হয়। তেমনই নিষিদ্ধ কাজ করলেই গুনাহ হয় না। নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে ৩টি শর্তের ওপর। শর্ত তিনটি হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।
২. অনুশোচনা (Repentance)।
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা।

তাই, ইসলামে গুনাহর সংজ্ঞা হলো– সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাপের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করা। আর ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার ওপর নির্ভর করে গুনাহর মাত্রা।

যে নীতিমালার ভিত্তিতে এ মাত্রা নির্ধারিত হয় তা হলো–

১. শূন্য গুনাহ (গুনাহ নয়)

এটি তখন হয় যখন নিষিদ্ধ কাজ করার সময় কাজটির সমান (সমানুপাতিক) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

২. ছগীরা (ছোটো) গুনাহ

এটি তখন হয় যখন নিষিদ্ধ কাজ করার সময় কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

৩. মধ্যম গুনাহ

এ ধরনের গুনাহ তখন সংঘটিত হয় যখন নিষিদ্ধ কাজ করার সময় কাজটির গুরুত্বের তুলনায় মধ্যম (৫০%) মাত্রা বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ

এ গুনাহ তখন ঘটে যখন নিষিদ্ধ কাজ করার সময় প্রায় না থাকা মাত্রা বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে।

৫. কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ

এ গুনাহ তখন সংঘটিত হয় যখন নিষিদ্ধ কাজ করার সময় কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকে না। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে কাজটি করা হয়।

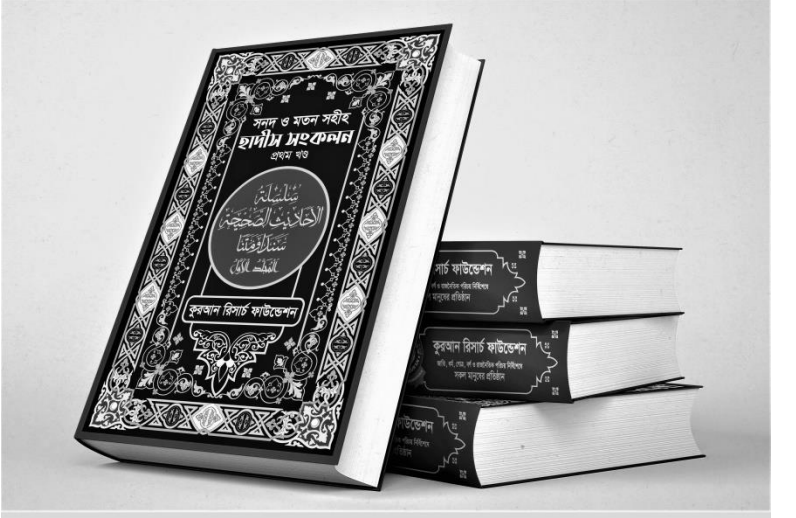

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত পৃথিবীর প্রথম

'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন'

সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং
অন্যকে পড়তে উৎসাহিত
করুন।

বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়

১. জীবন বাঁচানো তথা বড়ো গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে গুনাহ হয় না।

২. প্রায় জীবন বাঁচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হয়।

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হয়।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হয়।

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলে যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়

১. সমান গুরুত্ব তথা ছোটো গুরুত্বের ওজর এবং অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে গুনাহ হয় না।

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হয়। তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, কিছু গুরুত্ব বা পরিমানের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যায়।

৩. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছা করে, খুশিমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ (কুফরীর গুনাহ) হয়।

উল্লেখ্য– ইসলামে করণীয় কাজ না করাও নিষিদ্ধ কাজ। বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

না জানার কারণে করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করার গুনাহর মাত্রা

প্রচলিত ধারণা হলো– জানার পর না মানা, না জানার কারণে না মানার চেয়ে অধিক গুনাহ। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। প্রকৃত তথ্য হলো– না জানার কারণে না মানা, জানার পর না মানার চেয়ে দ্বিগুণ গুনাহ। আর এর কারণ হলো–

১. জানা একটি ফরজ এবং মানা একটি ফরজ। তাই, যে জানে কিন্তু মানে না, তার একটি ফরজ তরকের গুনাহ হয়। কিন্তু যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দুটি ফরজ তরকের গুনাহ হয়।

২. যে জানে সে আজ না মানলেও আগামীকাল মানতে পারে। কিন্তু যে জানে না সে তো কোনোদিন মানতে পারবে না।

৩. জানার পর না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মুসলিমদের ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখতে দারুণভাবে ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে। কারণ, মানুষ মনে করেছে বেশি জানলে বেশি মানতে হবে। তাই, বেশি জানা ঝামেলার বিষয়।

তবে ইসলাম একটি বাস্তব ও ন্যায়সঙ্গত জীবন-ব্যবস্থা। Common sense অনুযায়ী যে ব্যক্তি একটি করণীয় বা নিষিদ্ধ বিষয় জানতে পারেনি তাকে সেটি না করা বা করার কারণে শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়।
এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا. ..... .

অনুবাদ : ... ... আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۛ.

অনুবাদ : আর আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতক্ষণ না কোনো উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (সুরা শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো জুলুম করেন না।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

তাই, পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান ন্যায়সম্মত হওয়ার জন্য, ইসলামের করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ কোনগুলো তা যেন সকলে জানতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছেন। যে ব্যবস্থাগুলো হলো–

১. সকলের জন্য সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা– এ তথ্যটি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন।

২. যাদের কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান আছে তাদের জন্য–
   ক. সে জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছানোকে একটা বড়ো সওয়াবের কাজ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
   খ. গুরুতর ওজর ছাড়া সে জ্ঞান অন্যকে না জানালে বা গোপন করলে কঠিন শাস্তির ঘোষণাও কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যেমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. কোনটা করণীয় আর কোনটা নিষিদ্ধ, তা জানিয়ে কিতাব ও সহিফা পাঠানো হয়েছে।

৪. পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ নবী বা রসূল পাঠিয়েছেন (নহল/১৬ : ৩৬)।

৫. পৃথিবীর প্রথম মানুষটিকে নবী করে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ কোনটা করণীয় এবং কোনটা নিষিদ্ধ, তা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর তাই, না জানার কারণে ইসলামের করণীয় কোনো কাজ না করলে বা নিষিদ্ধ কাজ করলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও না জানার জন্য পরোক্ষভাবে গুনাহ হয়। যে ব্যক্তি সুযোগের অভাবে লেখাপড়াই শিখতে পারেনি, সে হয়তো ওজরের কারণে এই পরোক্ষ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু যিনি বড়ো বড়ো বই পড়ে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়েছেন কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন করেননি, তিনি যে কোনোভাবেই রক্ষা পাবেন না তা সহজেই বলা যায়।

ইসলামের বিভিন্ন কাজ থেকে বিপথে নেওয়ার শয়তানের কর্মপদ্ধতি

ওপরের তথ্যগুলো জানার পর অতি সহজে বলা ও বোঝা যায়, ইসলামের করণীয় কাজ থেকে মুসলিমদের বিপথে নেওয়ার জন্য শয়তানের ষড়যন্ত্রের প্রধান কৌশলগুলো হবে–

১. মুসলিমরা কাজটা যাতে পালন না করে বা তার বিপরীত কাজ করে সে জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা।

২. কাজটা আল্লাহ যে পদ্ধতিতে পালন করতে বলেছেন এবং রসূল (স.) সেটি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে ভিন্নভাবে করানোর জন্য সব ধরনের ষড়যন্ত্র করা। কারণ, কোনো কাজ করার পদ্ধতিতে মৌলিক ভুল থাকলে সে কাজ ব্যর্থ হয়।

প্রথম পদ্ধতিতে মুসলিমদের বিপথে নেওয়া একটু কঠিন। কারণ, মহান আল্লাহ ও রসূল (স.) যে কাজটি করতে বলেছেন, সেটা সরাসরি পালন করতে নিষেধ করলে বা তার বিপরীত কাজ করতে বললে, তা গ্রহণ করতে মুসলিমরা সাধারণত দ্বিধায় পড়ে যায়। তবুও শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেছে এবং অনেকাংশে সফলকামও হয়েছে। তাই তো দেখা যায়, আজ অনেক মুসলিম ইসলামের অনেক মৌলিক কাজও করা থেকে বিরত আছে বা অনেক মৌলিক কাজের বিপরীত কাজ করছে।

প্রথম ষড়যন্ত্রের কৌশল উপেক্ষা করে যে সকল মুসলিম ইসলামের কোনো আমল করতে এগিয়ে যায়, দ্বিতীয় কৌশল খাঁটিয়ে শয়তান তাদের বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিটা খুব কার্যকর হয়। কারণ, মুসলিমরা কাজটা করছে বলে খুশি থাকে। আর পদ্ধতিটা এমন সূক্ষ্মভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় যে– ভালো জ্ঞান না থাকলে তা ধরাও যায় না। যে কোনো কাজের ফল নির্ভর করে কাজটি করার পদ্ধতির ওপর। কাজটি যেহেতু আল্লাহর পদ্ধতি অনুযায়ী হয় না, তাই ঐ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ যে ফল দিতে চেয়েছিলেন তাও হয় না। বরং শয়তান যে ফল চেয়েছিল তাই হয়।

শয়তানের এই সূক্ষ্ম পদ্ধতির শিকার হয়ে বিশ্ব মুসলিমদের অধিকাংশই বর্তমানে ইসলামের অনেক মৌলিক কাজও এমনভাবে করছেন যেটা মহান আল্লাহর বলা ও রসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতি নয়। তাই, তারা ঐ কাজগুলোর ইহকালীন অপূর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এর ফলে মানব সভ্যতাও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। ঐ কাজগুলোর পরকালীন কল্যাণ থেকেও যে তারা বঞ্চিত হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে নেওয়া হলো শয়তানের ১ নং কাজ। তাই এ কাজে সফল হওয়ার জন্য সে তার ধোঁকাবাজির সকল পদ্ধতি খাটাবে, সেটা স্বাভাবিক। আর বর্তমানে শয়তান তার ১ নং কাজে যে প্রায় শতভাগ সফল হয়েছে তা বোঝা যায় এভাবে–

- অনেক মুসলিম কুরআন পড়তেই পারে না।
- যারা পড়তে পারে তাদের অধিকাংশের পড়া শুদ্ধ হয় না।
- যাদের পড়া শুদ্ধ হয় তাদের অধিকাংশ কুরআন না বুঝে পড়ে।
- যারা অর্থ বুঝে তাদের অধিকাংশ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।

বিপথে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো সহজে গ্রহণ করানোর জন্য শয়তানের সাধারণ কর্মকৌশল

মুসলিমরা যাতে বিভিন্ন ধোঁকাবাজি সহজে গ্রহণ করে সে জন্য শয়তান এক চাতুর্যপূর্ণ সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করেছে। কৌশলটা কী তা সহজে বুঝতে হলে কুরআন থেকে সৃষ্টির গোড়ার কিছু কথা জানতে হবে।

আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ সকল ফেরেশতা ও জ্বীন ইবলিসকে ডেকে আদম (আ.)-কে সিজদা করতে (সম্মান দেখাতে) বললেন। সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করলো। কিন্তু আগুনের তৈরি তাই আদম (আ.) থেকে নিজকে শ্রেষ্ঠ ভেবে অহংকার করে ইবলিস সিজদা করলো না। আদেশ অমান্য করার জন্য ইবলিসের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে অভিশপ্ত করে শয়তান হিসেবে ঘোষণা দিলেন। ইবলিসের সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়লো আদম (আ.)-এর তথা মানুষের ওপর। কারণ মানুষের কারণেই তাকে অভিশপ্ত হতে হলো। তাই মানুষকেও বিপথে নিয়ে অভিশপ্ত করার সব ধরনের চেষ্টা সে করবে বলে ঠিক করলো। শয়তানের এই কথাটা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ

অনুবাদ : সে বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু (আদমের মাধ্যমে) আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৯)

ইবলিসের এ কথার জবাবে আল্লাহ তাকে বলে দিলেন– তুই কেবল ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারবি। শক্তি খাটিয়ে তাদের বিপথে নিতে পারবি না। ইবলিস তখন নিশ্চিত হলো যে– ধোঁকাবাজির মাধ্যমে তাকে সকল কাজ করতে হবে। আর এই ধোঁকাবাজি মানুষ যাতে সহজে গ্রহণ করে তার জন্য একটা সাধারণ কর্মপন্থাও তাকে বের করতে হবে। ইবলিসের সেই সাধারণ পন্থা (Common strategy) হলো– কল্যাণ, লাভ বা সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ধোঁকা দেওয়া। কুরআন পড়ার ব্যাপারেও ইবলিস মুসলিমদের সওয়াবের কথা বলে নানাভাবে ধোঁকা দিয়েছে।

শয়তানের ধোঁকা নামক কৌশলের প্রথম প্রয়োগ

ইবলিস তার সওয়াব বা কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া কৌশলের প্রথম প্রয়োগ করে জান্নাতে আদম ও হাওয়া (আ.)-এর ওপর। আল কুরআনে বর্ণনাকৃত সে ঘটনাটি নিম্নরূপ–

আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও বিবি হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে থাকতে দিলেন এবং যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যা ইচ্ছা খেতে বললেন। তবে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে এমনকি তার ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করে দিলেন। শয়তান তখন বুঝে নিলো– আদমের যদি ক্ষতি করতে হয় তবে তাকে যেভাবেই হোক ঐ নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিতে বা তার ফল খাওয়াতে হবে। সে তখন তার সাধারণ কৌশল অর্থাৎ কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল প্রয়োগ করলো। আদম (আ.)-কে সে বলল– তুমি তো জানো না আল্লাহ কেন তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। ঐ গাছের ফল খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে এবং চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে। তাই আল্লাহ তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন।

আদম ও হাওয়া (আ.) কল্যাণ বা লাভের কথা শুনে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। অতঃপর তারা ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে তাওবা করলেন। মহান আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে নিলেন। তবে জান্নাতের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে শয়তান তার কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার সাধারণ কৌশলের প্রথম প্রয়োগ করে এবং সেটিতে সে কৃতকার্যও হয়।

ওপরের তথ্যগুলো জানার পর চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক– না বুঝে কুরআন পড়ার বিষয়ে Common sense, কুরআন ও হাদীসে কী কী তথ্য আছে–

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব’ বিষয়ে Common sense

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে, আমাদের গবেষণা মতে– Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ২টি। যথা–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।

২. Common sense-কে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

এ ২টি মূলনীতি সামনে রেখে আমরা এখন Common sense-এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো–

দৃষ্টিকোণ-১

ইংরেজিতে লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস (প্রয়োগ) করে। আর মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম প্রাকটিস (প্রয়োগ) করে। একজন চিকিৎসক যদি ইংরেজিতে লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করে তবে Common sense অনুযায়ী যা ঘটবে তা হলো–

১. রোগীগুলো মারা যাবে বা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়বে।

২. রোগীর লোকেরা এসে ঐ চিকিৎসককেও মেরে ফলবে বা ভীষণ ক্ষতি করবে।

সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা নির্ভুল শিক্ষা (সুরা বাকারা/২ : ২৬)। তাই, এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– একজন মুসলিম যদি না বুঝে কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করে তবে যা ঘটবে তা হলো–

১. ইসলাম ধ্বংস হবে বা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
২. ব্যক্তি মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হতে হবে বা আল্লাহর কাছ থেকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়–

১. কুরআন পড়ে সওয়াব পেতে হলে অর্থসহ তথা বুঝে পড়তে হবে।
২. (ইচ্ছাকৃতভাবে তথা ওজর ছাড়া) না বুঝে কুরআন পড়া বড়ো ক্ষতি তথা বড়ো গুনাহর কাজ।

দৃষ্টিকোণ-২

গল্পের বই পড়ে হাসতে বা কাঁদতে পারার দৃষ্টিকোণ

একটি গল্পের বই পড়ে হাসতে বা কাঁদতে গেলে তার অর্থ বুঝতে হয়। তাই পৃথিবীর কোনো Common sense সম্পন্ন ব্যক্তি গল্পের বই না বুঝে পড়ে না। কারণ, এতে কোনো লাভ (কল্যাণ) নেই। সাওয়াব অর্থ লাভ বা কল্যাণ। তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ কুরআন না বুঝে পড়লে সাওয়াব হওয়ার কথা নয়। বরং এতে নানাভাবে (নির্ভুল ও মূল গ্রন্থ বাদ দিয়ে অন্য গ্রন্থ থেকে জ্ঞানার্জন করা সময় অপচয় ইত্যাদি) ক্ষতি হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

সুন্নাহ (হাদীস) না বুঝে না পড়ার দৃষ্টিকোণ

মুসলিম বিশ্বে কেউই হাদীস না বুঝে পড়েন না। কুরআন না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হলে হাদীস না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে কুরআনের সমান না হলেও কিছু নেকী অবশ্যই হওয়ার কথা। কারণ– হাদীস হলো রসূল (স.) তথা আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া কুরআনের ব্যাখ্যাকারী কর্তৃক করা ব্যাখ্যা। বাস্তব এ অবস্থা থেকে সহজে বুঝা যায়– সকল মুসলিম বিশ্বাস করেন হাদীস না বুঝে পড়ায় কোনো কল্যাণ বা সাওয়াব নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কুরআন না বুঝে পড়ায় কল্যাণ বা সাওয়াব নেই বরং নানাভাবে (নির্ভুল ও মূল গ্রন্থ বাদ দিয়ে অন্য গ্রন্থ থেকে জ্ঞানার্জন করা সময় অপচয় ইত্যাদি) ক্ষতি (গুনাহ) হবে।

দৃষ্টিকোণ-৪

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন হতে না দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল ও পরিপূর্ণ উৎস এবং মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞানের মূল এবং একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। আর কুরআনে আছে– ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং মাত্র একটি অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদ সালাত)। তাই, কুরআন সরাসরি না পড়লে ইসলামের অনেক মূল তথ্য এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির অনেক মূল বিষয় নির্ভুলভাবে জানা যায় না। আর তাই, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রথমে সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করতে হবে।

না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটি মানুষকে না বুঝে কুরআন পড়তে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। এ কথাটির প্রভাবে মানুষ কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞানী হতে পারে না। তাই এ কথাটি মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ করে দেওয়ামূলক একটি কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাই সহজে বলা যায়– না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটি ইসলাম বিরোধী কথা।

দৃষ্টিকোণ-৫

কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য শতভাগ ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআন তিলাওয়াতের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হলো সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। প্রথম স্তর না ঘটলে দ্বিতীয় স্তর ঘটা সম্ভব নয়। একটি কাজের উদ্দেশ্য সাধন না হওয়ার অর্থ হলো কাজটি শতভাগ ব্যর্থ। না বুঝে কুরআন পড়লে কুরআনের জ্ঞানার্জন হয় না। তাই, এ কথাটি কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যকে শতভাগ ব্যর্থ করে দেয়। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– না বুঝে কুরআন পড়ায় নেকী নয় বড়ো গুনাহ হবে।

দৃষ্টিকোণ-৬

শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজে (সবচেয়ে বড়ো গুনাহ) ব্যাপক সহায়তার দৃষ্টিকোণ

শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ (সবচেয়ে বড়ো গুনাহ) হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। না বুঝে কুরআন পড়লে কুরআনের জ্ঞানার্জন হয় না। তাই, ' না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী' কথাটি শয়তানকে তার সবচেয়ে বড়ো কাজে ব্যাপকভাবে সহায়তা করামূলক একটি কথা। শয়তানের কাজে সহায়তা করা গুনাহ। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– না বুঝে কুরআন পড়া অবশ্যই বড়ো গুনাহ।

দৃষ্টিকোণ-৭

কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কেউ কেউ বলেন– মানুষের লেখা গ্রন্থ না বুঝে পড়লে কল্যাণ (সওয়াব) না হতে পারে কিন্তু কুরআন না বুঝে পড়লে সওয়াব হবে। কারণ, এটি আল্লাহর কিতাব। বিষয়টি সত্যের বিপরীত। Common sense-এর আলোকে প্রকৃত তথ্য হলো– অন্য গ্রন্থ না বুঝে পড়লে যতটা ক্ষতি (গুনাহ) হয়, কুরআন না বুঝে পড়লে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। কারণ অন্য যেকোনো গ্রন্থের তথ্যের চেয়ে কুরআনের তথ্যের গুরুত্ব ও কল্যাণ অনেক বেশি।

দৃষ্টিকোণ-৮

বাধ্য-বাধকতার (ওজর) দৃষ্টিকোণ

আত্মরক্ষার জন্য কাউকে হত্যা করলে বিচারে কোনো শাস্তি হয় না। কারণ, সমানুপাতিক গুরুত্বের বাধ্য-বাধকতার (ওজর) কারণে নিষিদ্ধ কাজ করলে অপরাধ হয় না। তাই, Common sense অনুযায়ী দুটি অবস্থায় না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করলে গুনাহ হবে না।

অবস্থা দুটি হলো–

১. কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শেখার স্তর

যেকোনো ভাষায় লেখা গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করতে হলে প্রথমে তার সঠিক পঠন পদ্ধতি শিখতে হয়। পরে তার অর্থ শিখতে হয়। এটি একটি চিরসত্য কথা। তবে সঠিক পঠন পদ্ধতি শেখা গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে– ভুল পঠন পদ্ধতিতে পড়লে ভুল অর্থ প্রকাশ পায়। সঠিক পঠন পদ্ধতি শেখার স্তরে অর্থ জানার প্রশ্ন আসে না। তাই, পঠন পদ্ধতি শেখার স্তরে কেউ অর্থ শেখায় না এবং এটিকে কেউ দোষ বা ক্ষতিও মনে করে না। কিন্তু ভাষা শেখার ব্যাপারে– অর্থ না শিখে সারা জীবন পঠন পদ্ধতি শিখতে শিখতে কাটিয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে কেউ সঠিক বলবেন বলে মনে হয় না।

তাই Common sense অনুযায়ী আরবী ভাষায় লেখা কুরআন শেখার ব্যাপারে–

১. প্রথমে সঠিক তিয়াওয়াত শিখতে হবে এটি সঠিক বা নেকীর কাজ।
২. অর্থ না শিখে সারা জীবন পঠন পদ্ধতি শিখতে শিখতে কাটিয়ে দেওয়া সঠিক নয় তথা গুনাহর কাজ।

২. কুরআন হিফজ করার স্তর

পুরো কুরআন অর্থসহ মুখস্থ থাকলে পুরো কুরআনের ওপর আমল করা তথা ইসলামের নির্ভুল আমল করা সহজ হয়ে যায়। তাই Common sense অনুযায়ী–

১. হিফজ করার স্তরে না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলে নেকী হওয়া স্বাভাবিক। কারণ– ঐ সময়ে সে যদি অর্থ বুঝতে যায়, তবে তার হিফজ করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

২. হিফজ হয়ে যাওয়ার পর কুরআনের অর্থ জানার চেষ্টা না করে টাকা কামাই করার জন্য তারাবীর সালাত বা অন্য কারণে কুরআন খতম দেওয়ায় সাওয়াব নয় বরং গুনাহ হওয়ার কথা।

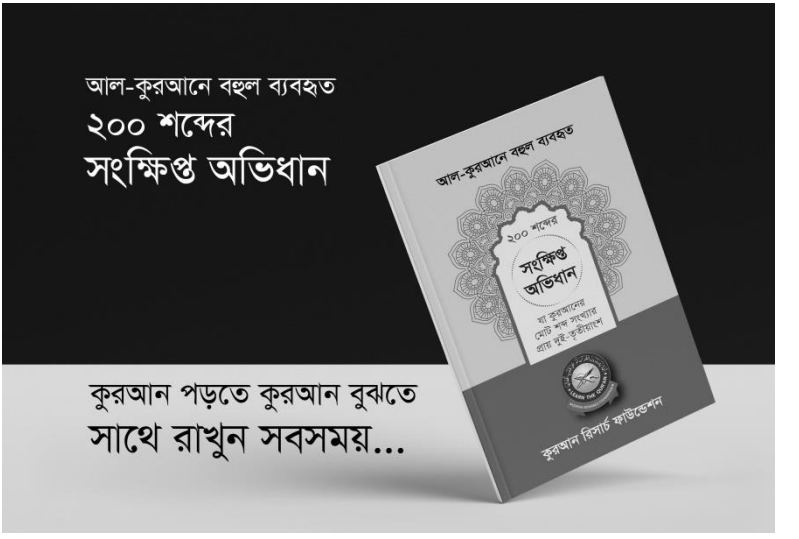

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব’ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. অর্থ বুঝে কুরআন পড়লে সাওয়াব/নেকী হবে।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ।

৩. সঠিক তিলাওয়াত শেখার স্তরে না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতে সওয়াব হবে। কিন্তু অর্থ না শিখে সারা জীবন কুরআন তিলাওয়াত শিখতে শিখতে কাটিয়ে দেওয়া সঠিক নয় তথা গুনাহর কাজ।

৪. কুরআন হিফজ করার স্তরে না বুঝে তিলাওয়াতে সওয়াব হবে। কিন্তু হিফজ শেষ হওয়ার পর কুরআনের অর্থ জানার চেষ্টা না করে টাকা কামাই করার জন্য তারাবীহ সালাত বা অন্য কারণে কুরআন খতম দেওয়ায় সাওয়াব নেই বরং গুনাহ।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআনের তথ্য দিয়ে যাচাই করে এ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। আর কুরআনের মাধ্যমে যদি সম্ভব না হয় তবে হাদীস দিয়ে যাচাই করে তা করতে হবে।

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব’ বিষয়ে আল কুরআন

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের গবেষণা মতে, কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ৯টি। যথা–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।

২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

৪. কুরআন বিরোধী হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা।

৫. সত্য উদাহরণকে অল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা।

৮. যে বিষয় কুরআনে নেই তা ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় নয়।

৯. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আর কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান এবং অন্য ৮টি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫
কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সে ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৮টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব বিষয়ে কুরআন পর্যালোচনা করা যাক–

তথ্য-১
আল কুরআন পড়ার নির্দেশ বা উপদেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে মাত্র তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে–

- ইকরা (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قرائة শব্দ থেকে।
- উতলু (أُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত تلاوة শব্দ থকে।
- রাত্তিল (رَتِّلْ) । এ শব্দটির উৎপত্তি رَتَل (রাতাল) শব্দ থেকে।

তাই, আল কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটি।

Milton Cowan সম্পাদিত **মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ** (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী

ভাষার একটি বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে ঐ তিনটি শব্দের উল্লিখিত অর্থ হলো–

কিরাআত (قِرَائَة)

to declaim- বক্তৃতা/আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা।
to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় বা অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to pursue- মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেওয়া।
to study- অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগসহ সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তা-ভাবনা করা।
to search- সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে কিরআত (قِرَائَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো, বুঝে বুঝে মনোযোগ সহকারে পড়া। আর আভিধানিক দিক থেকে শব্দটির যে অর্থটা কোনোভাবেই হয় না তা হলো– না বুঝে বা অর্থছাড়া পড়া।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة)

to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় বা অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
to read out loud- উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা।
to recite- আবৃত্তি করা।
to follow- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা।
to ensue- অনুসরণ করা।
to succeed- উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

তারতীল (تَرْتِيْل)

এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সুরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সুরা মুয্যাম্মিলের ৪ নং আয়াতে। আরবী অভিধানে رَتَلَ শব্দের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

to be tidy- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথভাবে সাজানো।
to be neat- সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম।
to be well ordered- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুল হওয়া।
to be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া।
to praise elegantly- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা।
Recite in a singsong recitation- সুর করে আবৃত্তি করা।
To hymn- স্তুতি গান গাওয়া।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে রাতালা (رتل) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। আর আবৃত্তি করতে গেলে অবশ্যই অর্থ জানা থাকতে হবে।

তাহলে দেখা যায়– কুরআন পাঠের আদেশ বা উপদেশ দিতে গিয়ে যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনটির অর্থ না বুঝে পড়া নয়। অর্থসহ তথা বুঝে পড়া। তাই, ঐ শব্দ তিনটি আল কুরআনের যে সকল আয়াতে এসেছে তার প্রত্যেকটির শিক্ষা হবে বুঝে বুঝে বা অর্থসহ পড়া।

তথ্য-২

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ۙ .

অনুবাদ : আর (স্মরণ করো) যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশ থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা নিজে প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহকে তাঁর রুবুবিয়াত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মানব রুহ সেটি মেনে নেওয়ার

অঙ্গীকার করেছে। রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, সকল আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানব রুহকে তাঁর রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল বিষয় শিখিয়েছিলেন, না কিছু বিষয় শিখিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা যায় পরের ৩টি আয়াত থেকে এভাবে–

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) এমন বিষয় শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানতো না। (সুরা আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় জানানো হয়েছে যা রুহের জগতে শেখানো হয়নি। তবে রুহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও আল্লাহর কিতাবে আছে।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ؕ .

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং **তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না।**

(সুরা বাকারা/২ : ১৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না' অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসুল মুহাম্মাদ (স.) রুবুবিয়াত সম্পর্কিত এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা রুহের জগতে শেখানো হয়নি। তবে রুহের জগতে যা শেখানো হয়েছে তাও তিনি শেখাবেন।

... فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অনুবাদ : এরপর আমার কাছ থেকে যখন তোমাদের কাছে (যুগে যুগে) পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে পথনির্দেশিকা (কিতাব) পৃথিবীতে আসবে। আল্লাহর রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল তথ্য আল্লাহর ঐ কিতাবে থাকবে। তাই, যারা আল্লাহর

কিতাব অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো, নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম (তাই রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন বড়ো গুনাহ করেছি)' অংশের ব্যখ্যা– এ অংশে রুহের জগতে স্বয়ং আল্লাহর মানুষকে রুবুবিয়াত শেখানো এবং সে ব্যাপারে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নং কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো, কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে– রুবুবিয়াতের পরিপূর্ণ জ্ঞান কোথায় আছে তা তাদের জানা ছিল না।

তাই, এ অংশের শিক্ষা হলো–

১. সকল মানুষকে মূল ভাষায় বা অনুবাদ সরাসরি পড়ে আল্লাহর কিতাবে থাকা রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল জ্ঞানার্জন করতে হবে।
২. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে আল্লাহর সাথে সরাসরি করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে।
৩. উল্লিখিতভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানার্জন না করলে ইবলিসের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে মানুষ রুবুবিয়াত সম্পর্কিত বিভিন্ন কবীরা গুনাহ করবে। অতঃপর সে গুনাহ নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে ও শাস্তি পাবে।

তাই, আলোচ্য (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২) আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়–

১. আল্লাহ তা'য়ালা নিজে প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহকে রব একজন হওয়ার বিষয়টি শিখিয়েছিলেন। আর সকল মানব রুহ সেটি গ্রহণ ও মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল।
২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছিল– যুগে যুগে অন্যান্য বিষয়সহ রুবুবিয়াতের সকল বিষয় ধারণকারী কিতাব আমার কাছ থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। সকল মানব রুহ আল্লাহর কিতাব জানা ও মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল। আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন বুঝে তথা অর্থসহ পড়তে হবে। আর কুরআন না বুঝে পড়লে রুহের জগতে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও রুবুবিয়াত বিরোধী শিরক ও অন্য বড়ো গুনাহ নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হয়ে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-৩

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

অনুবাদ : পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আলাক/৯৬ : ১)

ব্যাখ্যা : যদি প্রশ্ন করা হয় এ আয়াতটির ব্যাখ্যা কোনটি হবে–

১. বুঝে বুঝে পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. না বুঝে পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীর সকল Common sense সম্পন্ন ব্যক্তি বলবেন– প্রথমটি। শুধুমাত্র শতভাগ পাগল ব্যক্তি বলতে পারে দ্বিতীয়টি। তাই নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায়, কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশটি হলো– বুঝে পড়ার নির্দেশ। আর তাই সহজেই বলা যায়– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়ছেন, তারা মহান আল্লাহর দেওয়া প্রথম আদেশটিই স্পষ্টভাবে অমান্য করছেন। অর্থাৎ তারা একটি বড়ো গুনাহের কাজ করছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কুরআন নাযিল হওয়ার প্রায় ১৫০০ বছর পর আজ সহজ একটা বাক্যের অত্যন্ত সহজ একটা ব্যাখ্যা নতুন করে বিশ্ব মুসলিমদের জানাতে ও বুঝাতে হচ্ছে। আরও অবাক ব্যাপার হলো যারা কুরআন না বুঝে পড়েন তারা হাদীস, ফিকহ বা অন্য কোনো বই না বুঝে পড়েন না। শয়তানের ধোঁকার কাছে তারা বিস্ময়করভাবে হেরে গেছেন। তাই না?

তথ্য-৪

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

অনুবাদ : আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তা তেলাওয়াতের হক আদায় করে তেলাওয়াত করে, তারাই তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(সুরা বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখা : কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

- যে 'হক' আদায়সহ কুরআন পড়ে সে কুরআনে বিশ্বাস করে।
- যে 'হক' আদায় করে কুরআন পড়ে না সে ক্ষতিগ্রস্থ।

এ ক্ষতির মাত্রা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ–

- সমান গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ অমান্য করলে কোনো গুনাহ হবে না।
- ইচ্ছাকৃত বা খুশি মনে করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

যেকোনো ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থ পড়ার প্রধান ৪টি হক হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা।
৩. আমল (কাজ) করা।
৪. অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হলো অর্থ বুঝা। কারণ অর্থ ঠিক রাখার জন্যই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয়। আর অর্থ না বুঝলে পঠিত বিষয় অনুযায়ী আমল করা বা তার দাওয়াত দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

তাই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক গ্রন্থ কুরআন পড়ারও প্রধান ৪টি 'হক' হবে–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা।
৩. আমল করা।
৪. অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

আর কুরআন তিলাওয়াতের এ ৪টি হকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হলো অর্থ বুঝা। তাই, এ আয়াতের আলোকে ইচ্ছাকৃত এ ৪টি হকের একটিও অমান্য করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। আর ৪টির মধ্যে ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন পড়া অধিকতর বড়ো গুনাহ। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বর্তমান অনারব মুসলিমদের অধিকাংশই কুরআন তিলাওয়াতের প্রধান ৪টি হকের মধ্যে–

- অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ৩টি সঠিকভাবে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে বা করার চেষ্টা করে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটির ব্যাপারে উল্টো কথা বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে।

কী অবাক কাণ্ড! তাই না?

তথ্য-৫.১

. . . . . وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

অনুবাদ : ... ... কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না এর 'ওহী' শেষ হয়; তারপর বলো– হে রব! আমার জ্ঞানকে আরও বাড়িয়ে দাও।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ১১৪)

তথ্য-৫.২

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۖ . فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ.

অনুবাদ : (হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন তুমি এর পঠনের (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করো। অতঃপর এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের।

(সুরা কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর কথাগুলো বলা হয়েছে রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে। তাহলে কি সাধারণ মুসলিমদের জন্য আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা নেই? অবশ্যই আছে। কারণ– এ আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনে থাকবে। আর আয়াতগুলো লিখতে ও পড়তে মানুষের অপরিসীম সময় ও সম্পদ খরচ হবে। যদি আয়াতগুলো থেকে সাধারণ মুসলিমদের নেওয়ার মতো কোনো শিক্ষা না থাকে তবে এটি হবে এক মহা অপচয়। অথচ আল্লাহ নিজেই বলেছেন অপচয়কারী শয়তানের ভাই (বনী-ইসরাইল/১৭ : ২৭)।

আয়াতগুলোতে রসূল (স.)-কে কী বলা হয়েছে এবং তা থেকে সাধারণ মুসলিমদের কী শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে, তা বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো আগে জানতে হবে–

১. ওহী বলতে বুঝায় কুরআনের আয়াত, সূক্ষ্ম শিক্ষা বা গোপন ইঙ্গিত।
২. আয়াতগুলো কুরআন নাযিলের শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে। যখন রসূল (স.) ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারেননি
৩. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর মুখে একটা আয়াত উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে বারবার পড়ে রসূল (স.) তা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

৪. রসূল (স.)-এর মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় অধিকাংশ আয়াতের অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন। কিন্তু যে সকল শব্দ বা বিষয় আগে কখনও শুনেননি, জিব্রাইল (আ.)-এর মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য তিনি অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

ওপরের তথ্যগুলো সামনে রাখলে এটা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, আয়াতগুলোতে জিব্রাইল (আ.) রসূল (স.)-কে বলেছেন– হে রসূল (স.)! আপনার কাছে কুরআন পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাকে ৩টা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনকে পড়িয়ে দেওয়া।
২. কুরআনকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া।
৩. কুরআনকে প্রয়োজন মতো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

তাই, কুরআনের কোনো আয়াত যখন আমি আপনাকে শোনাতে থাকি তখন–

১. আপনি সেটা মুখস্থ করার জন্য বা তার ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না।
২. নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় আয়াতের যে পরিমাণ আপনার বুঝে আসে তাতেই সন্তুষ্ট থেকে প্রথমে খেয়াল করবেন কোন পঠন পদ্ধতিতে আমি পড়ছি। কারণ, সঠিক পদ্ধতিতে না পড়লে আয়াতের সঠিক অর্থ ও ভাব মনে আসবে না।
৩. ঐ আয়াত পড়ে আমি আপনাকে মুখস্থ করিয়ে এবং প্রয়োজন মতো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। (মাওয়ারদী, আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন, খ. ৪, পৃ. ৩৫৭)
৪. তারপরও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনার জ্ঞান আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

এবার চলুন, সাধারণ মুসলিমদের এ আয়াতগুলো থেকে কী শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়নি এবং কী শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে তা জানা যাক–

আয়াতগুলোতে সাধারণ মুসলিমদের যে শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়নি–

১. সাধারণ মুসলিমদের কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তাই কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, এ কথা তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।
২. সাধারণ মুসলিমদের কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আল্লাহ নেননি। অন্যদিকে যাদের মাতৃভাষা আরবী নয় তারা তো রসূল (স.)-এর মতো একটি আয়াত পড়লে তার সাধারণ বা

মোটামুটি অর্থও বুঝতে পারবে না। ব্যাখ্যা তো দূরের কথা। তাই সাধারণ মুসলিমদের জন্য 'কুরআন পড়ার সময় তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ো না' কথাটাও প্রযোজ্য হবে না।

আয়াতগুলো থেকে সাধারণ মুসলিমদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

১. কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি সকলকে শেখার চেষ্টা করতে হবে।
২. কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার চেষ্টা সকলকে করতে হবে।
৩. সওয়াব কামাইয়ের লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি কুরআন খতম দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়া যাবে না।
৪. একটি আয়াত প্রথমে সঠিক পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়তে হবে। অতঃপর তার অর্থ ও প্রয়োজন মতো ব্যাখ্যা জেনে নিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে যেতে হবে।
৫. এরপর জ্ঞান আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

তাই, নিশ্চিতভাবে বলা যায়– এ আয়াতসমূহ অনুযায়ীও না বুঝে কুরআন পড়া হলো আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা। অর্থাৎ গুনাহর কাজ।

না বুঝে কুরআন খতম দেওয়ার আগ্রহ মুসলিমদের মধ্যে আজ ব্যাপক। তাদের অধিকাংশের কাছে আজ কুরআনের অর্থ জানার চেয়ে, না বুঝে পড়া বা খতম দেওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ মসজিদে তারাবির সালাতে তাড়াতাড়ি খতম দেওয়ার জন্য হাফেজ সাহেব কী পড়েন একজন ভালো আরবী জানা লোকও তা বুঝতে পারবেন না। সওয়াবের আশায় কুরআনের বিপরীত কাজ করার কী দারুণ প্রবণতা! তাই না?

তথ্য-৬.১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

তথ্য-৬.২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ... ... ...

অনুবাদ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? ... ...

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ধরনের বেশ কয়েকটি স্থানে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করতে বলা বা না করার জন্য তিরস্কার করা আর না বুঝে পড়তে বলা বা উৎসাহিত করা অবশ্যই বিপরীতধর্মী কথা। তাই যারা না বুঝে কুরআন পড়ছেন তারা এ আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত কাজ করছেন। ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতধর্মী কাজ করা বড়ো গুনাহ, না সওয়াব এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

তথ্য-৭

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ . . . .

অনুবাদ : যাদেরকে তাওরাত বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো, অতঃপর যারা তা (যথাযথভাবে) বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তকের বোঝা বহনকারী গাধা। ... ...

(সুরা জুম'য়া/৬২ : ৫)

ব্যাখ্যা : তাওরাত আল্লাহর কিতাব। কুরআনও আল্লাহর কিতাব। তাই আল্লাহ এখানে ঐ সকল মানুষের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন যাদেরকে কুরআন বহন করতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে বহন করেনি বা করছে না। আল্লাহ বলেছেন ঐ সকল মানুষের উদাহরণ হলো পুস্তক বহনকারী গাধা।

গাধা পিঠে পুস্তক বহন করে কিন্তু জানে না ঐ পুস্তকে কী লেখা আছে। কোনো পুস্তক বা পুস্তকের অংশ মুখস্থ থাকার অর্থ হচ্ছে ঐ পুস্তক বা তার অংশ বহন করে নিয়ে বেড়ানো। অন্যদিকে কোনো কাজকে গাধার কাজ বলার অর্থ হচ্ছে ঐ কাজকে তিরস্কার করা।

তাহলে মহান আল্লাহ এখানে কুরআন মুখস্থ রাখা কিন্তু তার অর্থ না জানা কাজটিকে গাধার কাজ বলে তিরস্কার করেছেন। আল্লাহ যে কাজকে তিরস্কার করেছেন সে কাজ অবশ্যই গুনাহর কাজ।

তাহলে পাঠকই বলুন– ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন মুখস্থ রাখা সওয়াব না গুনাহ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সবাই বলবেন অবশ্যই গুনাহ। আর ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন মুখস্থ রাখা গুনাহ হলে ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন পড়া আরও বড়ো গুনাহ।

তথ্য-৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ... ...

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ না বুঝতে পারো তোমরা কী বলছো (পড়ছো) ... ...

(সুরা নিসা/৪ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে নেশাগ্রস্তদের সামনে রেখে সালাতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানটি হলো– সালাতে দাঁড়িয়ে কী পড়া বা বলা হচ্ছে তা বুঝা। সালাতের যে বিধান পালনে নেশাগ্রস্ত তথা অসুস্থ ব্যক্তিদের ছাড় নেই সে বিধান পালনে সুস্থ ব্যক্তিদের অবশ্যই ছাড় থাকবে না।

একজন সালাত আদায়কারী সালাতে দাঁড়িয়ে যা পড়ছেন, তা বুঝতে পারার ৩টি অর্থ হতে পারে–

১. কবিতা পড়া হচ্ছে না কুরআন পড়া হচ্ছে তা বুঝতে পারা।
২. সঠিক না ভুল পঠন পদ্ধতিতে পড়া হচ্ছে তা বুঝতে পারা।
৩. যা পড়া হচ্ছে তার অর্থ বুঝতে পারা।

অবাক বিস্ময় হলো– প্রথম দুটো, সুস্থ-অসুস্থ সকলের জন্য প্রযোজ্য সালাতের বিধান তা সকলে মানেন। কিন্তু ৩ নং বিধানটি (সালাতে যা পড়া হচ্ছে তার অর্থ বুঝা), যা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সালাতের বিধান হিসেবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু নেই। আর এটার প্রমাণ হলো– অধিকাংশ মুসলিম সালাতে যা পড়েন বা শোনেন তার অর্থ জানেন না এবং তা যে জানা দরকার তাও তারা মনে করেন না।

বিধানটি সালাতে থাকার কারণ–

এ বিধানটি না থাকলে সালাতে কুরআন, তাসবীহ ও দোয়া পড়ানোর পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহর সে উদ্দেশ্য হলো–

১. কুরআন পড়ানোর মাধ্যমে শয়তানের এক নম্বর কাজকে ব্যর্থ করে দেওয়া। শয়তানের ১ নং কাজ হলো– মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। সালাতে বারবার কুরআন পড়ানো তথা রিভিশন দেওয়ায় মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছেন মুসলিমরা যেন কুরআন তথা ইসলামের কোনো প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় এবং কিছু অমৌলিক বিষয় কোনোভাবেই ভুলে যেতে না পারে।

২. তাসবীহ ও দোয়া পড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বীকার করিয়ে নেন। যেন সালাত আদায়কারী সে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সালাতের বাইরেও চলতে পারে।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

তথ্য-৯

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ ....

অনুবাদ : তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মূল (মা), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'। সুতরাং যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর (প্রকৃত) ব্যাখ্যা জানে না। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্যগুলো হলো–

১. আল কুরআনের আয়াত দুভাগে বিভক্ত– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) এবং অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত)। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো হলো কুরআনের মা তথা মূল আয়াত।

আল কুরআনে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত আছে প্রায় পাঁচ শত। আর মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্য বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করা বা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়, কিচ্ছার (কাহিনির) আয়াত এবং আমছালের (উদাহরণের) আয়াত। এ আয়াতগুলো হলো মুহাকামাত আয়াতের সাহায্যকারী আয়াত। কুরআনে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলোর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট আরবী শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের আকিদা (বিশ্বাস), উপাসনা, ফারায়েজ, চরিত্রগত বিষয় এবং আদেশ-নিষেধসমূহ।

২. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত অবস্থা তথা ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

৩. অতীন্দ্রিয় আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টাকারীগণ মনে বক্রতা ধারণকারী তথা দুষ্ট মানুষ। কারণ, এতে বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।

অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতগুলো প্রধানত দুভাগে বিভক্ত–

১. ঐ সকল আয়াত যার বক্তব্য বিষয়টি মানুষ কখনও দেখেনি, স্পর্শ করেনি বা আস্বাদ করেনি (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়ের বাইরের বিষয়সমূহ)। যেমন– আল্লাহর আরশ, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি।

২. কিছু কিছু সুরার শুরুতে কয়েকটি অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সে শব্দগুলো। যথা– الم، المص، يس ইত্যাদি।

ওপরের তথ্যগুলো জানার পর এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্পর্কে আল কুরআনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো–

১. অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়।

২. যে সকল অতীন্দ্রিয় আয়াতের অর্থ হয় সেগুলোতে আল্লাহ একটি বিষয় যেভাবে ও যতটুকু বলেছেন, বিষয়টি সেভাবে ততটুকু জেনে এবং বিশ্বাস করে নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হবে।

৩. অতীন্দ্রিয় আয়াতের ব্যাখ্যা বের করার জন্য তার পিছনে লেগে থাকা অর্থাৎ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা একটি কুটিল, শয়তানি বা ফিতনা সৃষ্টির কাজ তথা গুনাহর কাজ।

আয়াতটিতে কুরআনের আয়াতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় দুভাগে বিভক্ত করে অতীন্দ্রিয় আয়াত সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আয়াতটি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত সম্পর্কে যে পরোক্ষ তথ্যগুলো বের হয়ে আসে তা হলো–

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা আল্লাহ তো জানেনই। মানুষের পক্ষেও তা বুঝা বা বের করা সম্ভব।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে আল্লাহ একটি বিষয় যেভাবে ও যতটুকু বলেছেন, বিষয়টি সেভাবে ও ততটুকু জেনে নিয়ে ক্ষান্ত দিলে চলবে

না। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের ব্যাখ্যা (তাফসীর) জানা বা বের করার চেষ্টা করা একটা নেকীর কাজ।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সাধারণ অর্থও না বুঝে পড়া বড়ো গুনাহের কাজ।

তথ্য-১০

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ .

অনুবাদ : যে সৎকাজ (নেক আমল) নিয়ে আসবে (সঠিকভাবে পালন করবে) তাঁর জন্য রয়েছে তার দশ গুণ প্রতিদান। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (করবে) তাকে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নীতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীতিটি হলো–

১. একটি আমল বা সৎকাজ সঠিক পদ্ধতিতে পালন করলে তার ১০ গুণ নেকী পাওয়া যাবে।

২. একটি নিষিদ্ধ কাজ করলে কাজটির সমপরিমাণ শাস্তি মিলবে।

একটি গ্রন্থের পঠন পদ্ধতির দুটি প্রধান দিক হলো– সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া এবং অর্থ বুঝা। তাই আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. অর্থসহ কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ গুণ নেকী পাওয়া যাবে।

২. ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে সমপরিমাণ বা ১টি গুনাহ হবে।

তথ্য-১১

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অনুবাদ : নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত এবং যা (জবাইকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে; তবে যে বাধ্য হয়ে অসন্তুষ্টচিত্তে (অনুশোচনা সহকারে) ও

সীমালঙ্ঘন না করে (তা খায়) তার কোনো গুনাহ নেই; নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসহ অনেক আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের যে সাধারণ নীতি জানা যায়– যথাযথ ওজরের কারণে নিষিদ্ধ আমল করলে গুনাহ হয় না।

পূর্বে উল্লেখিত তথ্যসমূহ থেকে আমরা জেনেছি যে– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন অর্থ বুঝে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং না বুঝে পড়া বড়ো গুনাহ কথাটি বিভিন্নভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই, কুরআনের আলোকে বলা যায় যে– কেউ যদি যথাযথ বাধ্যবাধকতার (ওজর) কারণে না বুঝে কুরআন পড়ে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না।

কুরআনের সহীহ তেলাওয়াত শেখার স্তরে অর্থ বুঝতে গেলে সহীহ তেলাওয়াত শিখতে অনেক সময় লেগে যাবে। অন্যদিকে কুরআন হেফজ করার স্তরে কেউ যদি অর্থ বুঝতে যায় তবে তারও হিফজ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। এটি সহীহ তেলাওয়াত শেখা ও কুরআন হিফজ করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা (ওজর)।

তাই কুরআনের এ তথ্যের আলোকে বলা যায়, কুরআনের জ্ঞানার্জন বা পুরো কুরআনের অর্থ সবসময় মনে রাখার উদ্দশ্যকে সামনে রেখে কেউ যখন আরবী ভাষা শেখার স্তরে বা হিফজ করার স্তরে কুরআন না বুঝে পড়ে তবে তাতে তার কোনো গুনাহ হবে না। বরং সাওয়াব হবে।

♣♣ আল কুরআনের উল্লেখিত তথ্যসমূহের আলোকে যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে জানা যায় তা হলো–

১. অর্থসহ তথা বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী।
২. কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে আরও বেশি নেকী।
৩. সহীহ তেলওয়াত শেখার স্তরে না বুঝে কুরআন পড়ায় নেকী হবে।
৪. হিফজ করার স্তরে না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে নেকী হবে।
৫. অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত (الم، المص، يس ইত্যাদি) না বুঝে পড়লে নেকী হবে।
৬. অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত ছাড়া ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন পড়া বড়ো ধরনের (কুফরী) গুনাহ।
৭. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য বের করার জন্য চিন্তা-গবেষণা করা গুনাহ।

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব’ বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি না বুঝে কুরআন পড়া সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন ব্যাপকভাবে সমর্থন করে। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় না বুঝে কুরআন পড়ার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. অর্থসহ তথা বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী।

২. কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে আরও বেশি নেকী।

৩. সহীহ তেলওয়াত শেখার স্তরে না বুঝে কুরআন পড়ায় নেকী হবে।

৪. হিফজ করার স্তরে না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতে নেকী হবে।

৫. অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত (الم، المص، يس ইত্যাদি) না বুঝে পড়লে নেকী হবে।

৬. অক্ষর বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া বড়ো ধরনের (কুফরী) গুনাহ।

৭. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য বের করার জন্য চিন্তা-গবেষণা করা গুনাহ।

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব’ বিষয়ে হাদীস

যে বিষয়ে কুরআনে বক্তব্য আছে সে বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক কথা অবশ্যই হাদীসে আছে। কারণ, রসূল (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

..... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অনুবাদ : ... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (অবতীর্ণ হওয়া বিষয় নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা নাহল/১৬ : ৪৪)

আলোচ্য বিষয়ে, নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী, কুরআন এবং Common sense-এর আলোকে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছি। তাই এ বিষয়ে হাদীস যাচাই না করলেও চলে।

অন্যদিকে কুরআনের মতো হাদীসকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে হলে হাদীস ব্যবহার করার মূল নীতিমালা জানাও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, হাদীসকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি হলো ৪টি। যথা–

১. হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)’** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **‘প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?** (গবেষণা সিরিজ-১৯)।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক আলোচ্য বিষয়ে হাদীসে কী বক্তব্য আছে–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) উসাইর বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* উসাইর বিন আমর (রা.) বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স.)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তখন সাহল বিন হুনাইফ বললেন– তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু জন্মগতভাবে পাওয়া) জ্ঞানের শক্তি (Common sense/আকল/বিবেক) দিয়ে বুঝে নেবে না, তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ২৪৯৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারা তীরের বেগে তথা দ্রুত গতিতে ইসলাম থেকে রেব হয়ে যাবে। সে সম্প্রদায় হলো তারা যারা না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে।

এর কারণ হলো– তারা কুরআন পড়ার পরও জানবে না কুরআন কোনটা করতে আদেশ দিয়েছে এবং কোনটা করতে নিষেধ করেছে। তাই কাজ করার সময় তারা এমন কাজ করবে, যেটা কুরআন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। ফলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

যে কাজের জন্য মানুষ ইসলাম থেকে তীরের বেগে বের হয়ে যায় তা অবশ্যই বড়ো গুনাহর কাজ। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) না বুঝে কুরআন পড়বে তারা বড়ো গুনাহগার হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ . قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ . قَالَ : سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ .

অনবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ সাইদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুমান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– পূর্বদিক থেকে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে (কিন্তু জন্মগতভাবে পাওয়া) জ্ঞান-বুঝের শক্তির (Common sense/আকল/বিবেক) সাথে মিলিয়ে বুঝে নেবে না, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না যেমনভাবে তীর পুনরায় তূণীরে ফিরে আসে না। তাঁকে বলা হলো– তাদের আলামত কী? তিনি বললেন– তাদের আলামত হলো মাথা মুণ্ডন।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭১২৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির বক্তব্যও ১নং হাদীসটির মতো। তবে এখানে অতিরিক্ত যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো– কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না। অর্থাৎ এখানে না বুঝে কুরআন পড়া কাজটিকে আরও কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ...، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ"

অনুবাদ : *ইমাম বায়হাকী (রহ.) হুজায়ফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কুরআন

পড়ো আরবদের স্বর ও সুরে এবং আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে দূরে থাকো। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/Larynx) অতিক্রম করবে না। তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

- বায়হাকী, 'শু'আবুল ঈমান', হাদীস নং ২৬৪৯
- হাদীসটির সনদ যঈফ, কিন্তু মতন সঠিক।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা

'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/Larynx) অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা : স্বরতন্ত্র/Larynx হলো মানব শরীরের সে অঙ্গ যেখানে স্বর/শব্দ তৈরি হয়।

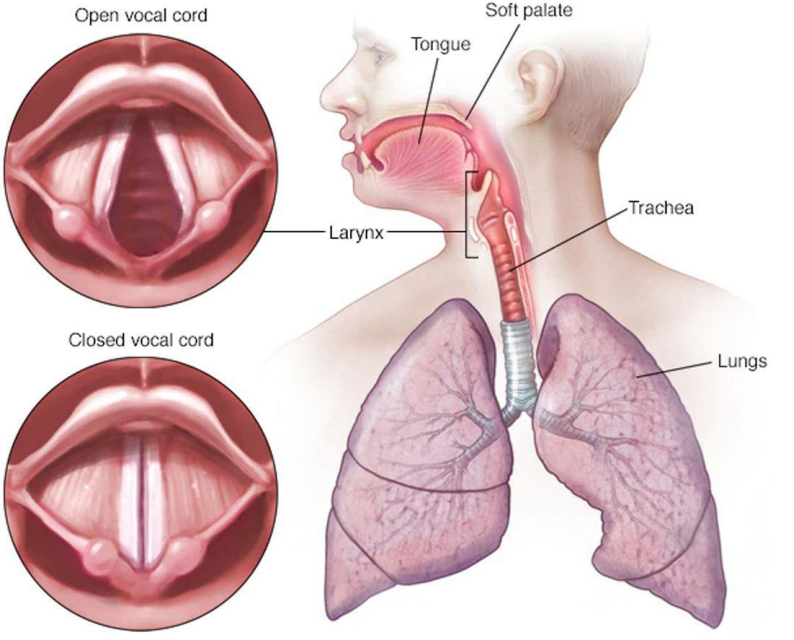

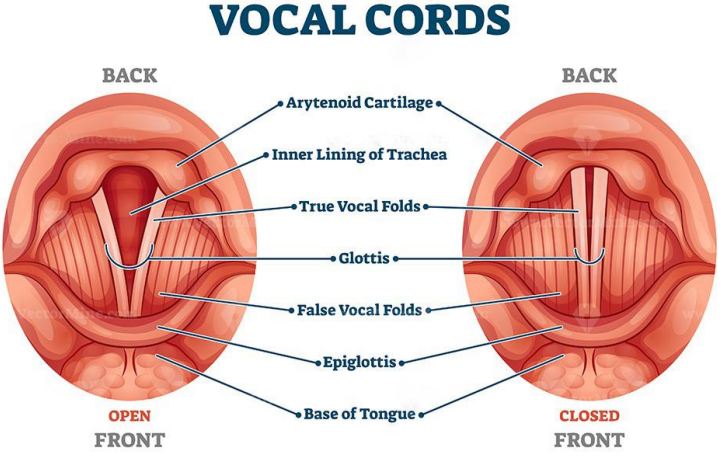

তাই, কুরআন গান ও বিলাপের সুরে পড়া কিন্তু স্বরতন্ত্র অতিক্রম না করার অর্থ হলো– কুরআন সুললিত কণ্ঠে পড়বে কিন্তু সে পড়া স্বরতন্ত্র অতিক্রম করে ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটিতে (Common sense/আকল/বিবেক) পৌঁছাবে না। অর্থাৎ তারা ঐ বক্তব্য Common sense দিয়ে বুঝে নেবে না।

'তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে' অংশের ব্যাখ্যা : দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই বড়ো গুনাহগার। তাই, হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) না বুঝে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা উভয়েই বড়ো গুনাহগার।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدارمي .. ..قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : *ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল (বিবেক/বোধশক্তি /Common sense) ও সাধনা (Dedication)। **অতঃপর** যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়। **তারপর** শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল আর না আছে সাধনা।

- দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৭৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– কুরআন পড়ার সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান-বুঝের শক্তিটি (Common sense/আকল/বিবেক) ব্যবহার করা তথা বক্তব্যটা বুঝে নেওয়ার বিষয়টি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

অনুবাদ : *ইমাম বায়হাকী (রহ.) আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর সুনান গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, **জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।**

- বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.), হাদীস নং ১৬৬৩।
- হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং বহুল প্রচারিত।

- হাদীসটির মতন/বক্তব্য বিষয় কুরআন বিশেষ করে সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের বক্তব্যের সাথে ভীষণভাবে সম্পূরক। অন্যদিকে হাদীসটির মতন অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমর্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশ প্রায় সকল মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হলো– পড়া, শোনা এবং দেখা। এর মধ্যে পড়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রসূলুল্লাহ (স.) এখানে পড়াকে নয়, জ্ঞানার্জনকে ফরজ বলেছেন। তাহলে যে পড়ায় জ্ঞানার্জন হয় না সে পড়ায়, 'পড়া' আমলটির ফরজ রুকন (অবশ্যপূরণীয় শর্ত) আদায় হয় না। ইসলামী জীবন বিধানে কোনো আমলের ফরজ বাদ গেলে সে আমল পালন করা হয়নি ধরা হয়। যেমন সালাতের কোনো ফরজ রুকন বাদ গেলে সে সালাত আবার পড়তে হয়। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ঐভাবে সালাত পড়লে গুনাহ হয়।

তাহলে হাদীসটি অনুযায়ী যে কুরআন পড়ায় জ্ঞানার্জন হয় না সে কুরআন পড়ায় ফরজ বিষয় বাদ থেকে যায়। সুতরাং এ হাদীসটির দৃষ্টিকোণ থেকেও ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়লে সওয়াব না হয়ে গুনাহ হবে।

রাসুল (স.) ও সাহাবাগণ আরব ছিলেন। তাই, তাঁরা কখনো না বুঝে কুরআন পড়েননি। অর্থাৎ তাঁরা কুরআন পড়া আমলটির, বুঝে পড়া নামক ফরজ বিধানটি সবসময় পালন করেছেন।

হাদীস-৬.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ...، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মাহমুদ বিন গায়লান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (স.) বলেছেন– যে ৩ দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝেনি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯৪৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬.২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ ... ...، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ

অনুবাদ : *আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে কুরআন পাঠ করলো সে কুরআনের কিছুই বুঝলো না।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৫৩৫
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত অবশ্যই বুঝে পড়া যায়। কিন্তু পুরো কুরআন ভালোভাবে বুঝে তিন দিনের মধ্যে শেষ করা তথা খতম দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই সহজেই বুঝা যায়– হাদীস দুটিতে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন খতম দেয় সে কুরআন বোঝেনি। অর্থাৎ সে না বুঝে খতম দিয়েছে। আর হাদীসটির বক্তব্য উপস্থাপনের ধরন থেকে বুঝা যায়– এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে রসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) নিশ্চয়তা সহকারে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন।

তাই হাদীসটির আলোকে সহজেই বলা যায়– না বুঝে কুরআন খতম দেওয়াকে রসূলুল্লাহ (স.) নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে (নেকী কামাইয়ের উদ্দেশ্যে) না বুঝে কুরআন খতম দেওয়া গুনাহর কাজ। এ হাদীসটি ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কুরআনের ৪ নং তথ্যের ব্যাখ্যাকারী হাদীস।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابْنُ مَاجَة .. ..، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ .

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) জাবির (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি বিশর বিন মু'আয আদ-দরীর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মানুষের মধ্যে উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৪০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে রসূল (স.) কুরআন তিলাওয়াতের উত্তম স্বরের সংজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছেন। সংজ্ঞাটি হলো– যার কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বোঝা যায় সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। কুরআন তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হলে, তাকে অবশ্যই কুরআন বুঝতে হবে।

তাই সহজেই বলা যায় যে– উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী বলে গণ্য হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থ বোঝা।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াঝিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইব্নু 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন– কোনো বিচারক গবেষণায় (ইজ্তিহাদ) সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দুটি পুরস্কার। আর বিচারক গবেষণায় ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি পুরস্কার।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে গবেষণা করার কথা বলা হলেও এর শিক্ষার প্রয়োগ সর্বজনীন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– বিজ্ঞান গবেষণাসহ যেকোনো বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। না বুঝে পড়া গবেষণার শতভাগ বিপরীত কাজ।

হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী না বুঝে পড়া অনেক বড়ো গুনাহর কাজ।

হাদীস-৯

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةٍ.

অনুবাদ : *আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রসূল (স.) বলেছেন*, কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর (নফল) ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

- দারেমী, হাদীস নং ২৬৪
- হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এ হাদীসটিতেও গবেষণার বিষয় অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ গবেষণাটি যেকোনো বিষয় নিয়ে হতে পারে। তাই ৮ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসের ভিত্তিতেও বলা যায়– না বুঝে পড়া অনেক বড়ো গুনাহর কাজ।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) জুনদুব ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আমর ইবন আলী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জুনদুব ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত মন চায় ততক্ষণ কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকো এবং মন না চাইলে অধ্যয়ন ত্যাগ করো।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৭৭৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মন চাওয়া পর্যন্ত কুরআন অধ্যয়ন করতে এবং মন না চাইলে অধ্যয়ন বন্ধ করতে বলা হয়েছে। কারণ, কুরআন পড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো– কুরআনের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা। মন না চাইলে ওই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব না। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– কুরআন হৃদয়ঙ্গম করে তথা বুঝে পড়তে হবে।

হাদীস-১১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ... ... ...عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি হাফস বিন ওমর (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুযাইফা (রা.) বলেন, তিনি নবী (স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আজাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৮৭১।
- হাদীসটির মতন সহীহ।[৮]

হাদীস-১১.২

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ "وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ" فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا "أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ" فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ "لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَانْتَهَى إِلَى "أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى" فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ "وَالْمُرْسَلاَتِ" فَبَلَغَ "فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ" فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللهِ

অনুবাদ : *আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন–* তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরা তীন পড়ার সময় এ পর্যন্ত পড়ে, "আল্লাহ কি আহকামুল হাকীমিন নন" তখন সে যেন বলে– নিশ্চয়ই, আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি। আবার যখন সে (সুরা কিয়ামাহের এ পর্যন্ত পৌঁছে) "তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন" তখন সে যেন বলে– নিশ্চয়ই। আবার যখন সে সুরা মুরছালাত-এর এ পর্যন্ত পড়ে, "এই কালামের (কুরআন) পরে আর কোন কালাম থাকতে পারে, যার প্রতি তারা ঈমান আনবে?" তখন সে যেন বলে– আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।

- সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৮৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

৮. আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, খ. ৪, পৃ. ২৪।

হাদীস-১১.৩

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " وَفِيْ سُجُوْدِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ .

অনুবাদ : *হুজাইফা (রা.) বলেন*, তিনি নবী করিম (স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سبحان ربي العظيم পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سبحان ربي لأعلى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আজাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৭১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এই ৩টি হাদীসের প্রথমটিতে রসূলুল্লাহ (স.) কুরআন পড়ার সময় কী করতে হবে তা মুখে বলেছেন (কাওলী হাদীস)। আর পরের দুটিতে তিনি তা বাস্তবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন (ফেয়লী হাদীস)। হাদীস তিনটি (এ রকম আরও হাদীস আছে) থেকে অতি সহজে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ (স.) কুরআন শুধু বুঝে বুঝে পড়তে বলেননি, একটি আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে বা ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বা সে ভাবের উত্তরমূলক ভাব প্রকাশ করার পর পরবর্তী আয়াতে নিজে গিয়েছেন ও সকলকে যেতে উপদেশ দিয়েছেন।

ফরজ সালাতে কুরআন পড়ার ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে নফল সালাতে এ পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত। কুরআনের আয়াতের অর্থ না বুঝলে এ সুন্নাহের অনুসরণ করা যে সম্ভব নয়, সেটা তো দিবালোকের মতই সত্য। একটি আমল যেভাবে করলে ঐ আমলের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহের অনুসরণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে সেভাবে ঐ আমল করা সাওয়াব নয় বরং গুনাহ। এটি বুঝার জন্য খুব বেশি মেধা থাকার প্রয়োজন পড়ে না।

♣♣ এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হাদীসগুলো থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়– রসূলুল্লাহ (স.) কুরআন অর্থসহ তথা বুঝে বুঝে পড়তে বলেছেন এবং তা

নিজে করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে যারা না বুঝে কুরআন পড়বে, তারা ইসলাম থেকে তীরের মত বের হয়ে যাবে, তারা দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ইত্যাদি ধরনের কথা বলেছেন। এ হাদীসগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়লে বড়ো গুনাহ হবে তথ্যধারণকারী পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ, সম্পূরক বা ব্যাখ্যা। তাই হাদীসগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী।

হাদীস-১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ .. .. سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর قَرَأَ করেছে তার নেকী মিলবে। আর নেকী হলো আমলের ১০ গুণ। আমি বলছি না যে الم একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মিম একটি অক্ষর।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯১০।
- ◆ তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটির উৎপত্তি এ হাদীসটির অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে। আর এ অসতর্ক ব্যাখ্যাটি অবিশ্বাস্য রকমভাবে ব্যাপক প্রচারও পেয়েছে। যার ফলে আজ প্রায় সকল মুসলিমই এ ব্যাখ্যাটি জানে। আর এর ওপর আমল করতে গিয়ে অধিকাংশ মুসলিমই আজ যা করছে তা হলো–

১. না বুঝে কুরআন পড়ছে।
২. বেশি সাওয়াব কামাই করার জন্য না বুঝে দ্রুত খতম দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ যত অক্ষর পড়তে পারবে তার ১০ গুণ সাওয়াব পাবে।
৩. কুরআন পড়ছে কিন্তু কুরআনের বক্তব্য জানার ব্যাপারে থেকে যাচ্ছে কুরআন না পড়াদের স্তরে। ফলে শয়তান অতি সহজে ধোঁকা দিয়ে কুরআনের যে বক্তব্যটা একটু আগেই সে পড়েছে তার উল্টো কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারছে।

তাই, চলুন এখন হাদীসটির ব্যাখ্যা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। বিশ্ব মুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তা আজ বিশেষ দরকার।

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে পড়ার জন্য কুরআন হাতে উঠিয়ে নিয়ে একটিমাত্র অক্ষর বা শব্দ পড়ে রেখে দেয়। তাই সহজেই বলা যায়, রসূলুল্লাহ (স.) এখানে কুরআনের একটি অক্ষর বলতে আসলে কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত বুঝিয়েছেন।

قَرَأَ (পড়া) শব্দটির অর্থ 'না বুঝে পড়া' ধরলে হাদীসটির শিক্ষা দাঁড়ায় 'কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী'। আর শব্দটির অর্থ 'বুঝে পড়া' ধরলে হাদীসটির শিক্ষা দাঁড়ায় 'কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী'। প্রশ্ন হলো হাদীসটির এ দুটি শিক্ষার কোনটি ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে। তাই চলুন এখন শিক্ষা দুটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক।

'কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী' শিক্ষাটির পর্যালোচনা

এ শিক্ষা বা তথ্যটি–

১. قَرَأَ শব্দটির অর্থ **'না বুঝে পড়া'** এটি আরবী অভিধান সমর্থন করে না। ৪২ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কুরআনের ১ নং তথ্যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

২. এটি কুরআন পড়া সম্পর্কে (পূর্বে আলোচনাকৃত) কুরআনের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্য বিরোধী একটি শিক্ষা।

৩. পূর্বে উল্লেখিত অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীসের বিরোধী শিক্ষা এটি।

৪. Common sense-এর চরম বিরোধী একটি শিক্ষা।

তাই হাদীসটির এ শিক্ষাটি (ব্যাখ্যা) ইসলামে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

'কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী' শিক্ষাটির পর্যালোচনা

এ শিক্ষা বা তথ্যটি–

১. قَرَأَ শব্দটির অর্থ 'বুঝে পড়া'। এ শিক্ষাটিকে আরবী অভিধান সমর্থন করে।

২. এটি কুরআন পড়া সম্পর্কে (পূর্বে আলোচনাকৃত) কুরআনের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যের অনুরূপ বা সম্পূরক একটি শিক্ষা।

৩. পূর্বে উল্লেখিত অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীসের সম্পূরক শিক্ষা এটি।

৪. Common sense সম্মত একটি শিক্ষা।

তাই হাদীসটির এ শিক্ষাটি (ব্যাখ্যা) ইসলামে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ হাদীসটির শিক্ষা হলো– কুরআনের একটি বা কয়েকটি আয়াত তথা কুরআন বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী হবে।

কেউ কেউ বলেন যে, হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ (স.) উদাহরণ স্বরূপ যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন (الم) তার তো কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু তবুও রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– الم পড়লেও প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হবে। এ থেকে বুঝা যায়– না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হবে।

এ কথার উত্তর হলো– الم একটা মুতাশাবিহাত (অতিন্দ্রিয়) শব্দ। এর কোনো অর্থ হয় না। তাই এটা না বুঝে পড়লে সওয়াব হবে এবং এর অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝার চেষ্টা করতে গেলে গুনাহ হবে। সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে এ কথাটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি কুরআনের ৯ নং তথ্যে (পৃষ্ঠা নং ৫৪) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন একটি দুর্বল সহীহ (হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী গরীব বলেছেন) হাদীসের অসতর্ক ব্যাখ্যা একটি জাতিকে কী অপরিসীম ক্ষতি করেছে এবং করছে। আর ভবিষ্যতেও এটি চলতে থাকবে যদি জাতি সতর্ক না হয় এবং সঠিক ব্যাখ্যাটি ব্যাপকভাবে প্রচার না করে।

‘না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব’ বিষয়ে হাদীসের তথ্যের সারসংক্ষেপ

১. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া বড়ো গুনাহ।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন খতম দেওয়া গুনাহ।

৩. অর্থ বুঝে কুরআনের একটা শব্দ বা আয়াত পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী।

৪. ‘না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী’ কথাটা হলো– একটি দুর্বল সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা।

তাহলে দেখা যায়– ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়লে গুনাহ না সাওয়াব হবে বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.) এর বক্তব্য, এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ, সম্পূরক বা ব্যাখ্যা। আর এরকম হওয়ারই কথা। কারণ তিনি তো কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী। আর ব্যাখ্যা সবসময় মূল তথ্যের অনুরূপ বা সম্পূরক হয়। বিপরীত হয় না।

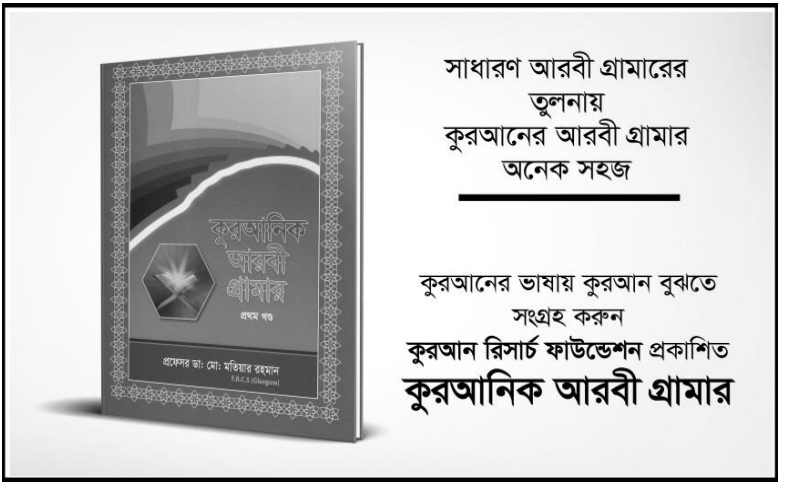

না জানার কারণে অতীতে যারা না বুঝে কুরআন পড়েছে এবং বর্তমানে পড়ছে তাদের অবস্থা ও করণীয়

ইসলামে না জানার কারণে কোনো আমল পালন না করলে বা কোনো আমলের বিরোধী কাজ করলে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) গুনাহ না হলেও পরোক্ষভাবে (Indirectly) গুনাহ হয়। কারণ, কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্য সবচেয়ে বড়ো ফরজ। তাই 'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া, বড়ো গুনাহ তথ্যটি না জানার জন্য গুনাহ হবে।

এ জন্য যে ব্যক্তিরা তথ্যটি না জানার জন্য অতীতে না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন তাদের করণীয় হবে–

১. খালেস নিয়াতে ঐ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া (তওবা করা)।
২. জীবনের বাকি সময় না বুঝে কুরআনের একটি আয়াতও না পড়া। আর এ লক্ষ্যে–
    ক. মাতৃভাষায় লেখা কুরআনের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও তাফসীর ক্রয় করে অধ্যয়ন শুরু করা।
    খ. কুরআন পড়ে সরাসরি বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে কুরআনিক আরবী গ্রামার শিক্ষা শুরু করা।

আর যারা মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় আগে তওবা করে কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিয়ে অর্থসহ বা বুঝে কুরআন পড়ে যেতে পারেননি, তাদের মধ্যে–

১. যাদের অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার সুযোগ হয়নি তাদের হয়তো আল্লাহ মাফ করে দেবেন।
২. যারা শিক্ষিত ছিলেন এবং শতভাগ Common sense বিরোধী বলে অন্য কোনো বই না বুঝে পড়েননি, তাদেরকে আল্লাহর মাফ না করারই কথা।

কুরআনের জ্ঞানার্জনের দিকে মুসলিমদের বেশি আকৃষ্ট করার জন্য করণীয়

অনেকে বলে থাকেন, কুরআনকে না বুঝে পড়তে নিষেধ করলে বহু মানুষ কুরআন পড়া ছেড়ে দেবে। তাই তা বলা উচিত নয়। কথাটা শুনে মনে হয় কল্যাণকর। কিন্তু আসলেই কি তাই? চলুন, এ বিষয়টাও একটু খতিয়ে দেখা যাক।

মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় জন্য রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামগণ কেউই কুরআন না বুঝে পড়তেন না। তাহলে কুরআন না বুঝে পড়ার পদ্ধতিটা চালু হয়েছে সাহাবায়ে কিরামগণের পরের স্তরে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সাহাবায়ে কিরামগণের পরে এসে কুরআন পড়ার ব্যাপারে যত কথা চালু হয়েছে, তার পেছনে হয়তো উদ্দেশ্য ছিল– মানুষকে বেশি বেশি কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে উদ্বুদ্ধ করা। আর ঐ ধরনের যে প্রধান কথাগুলো মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে এবং চালু আছে, তা হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা নফল কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কাজ।
২. না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী।
৩. অর্থসহ কুরআন পড়লে আরও বেশি নেকী।

আজ ১৪০০ বছর পরে এসে কুরআনের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ওপরের কথাগুলোর ফলাফল যা হয়েছে তা হলো–

১. অনেক মুসলিম কুরআন পড়তেই পারেন না।
২. যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশেরই পড়া সহীহ হয় না।
৩. যাদের পড়া সহীহ হয় তাদের অধিকাংশেরই কুরআনের জ্ঞান নেই। কারণ তারা না বুঝে পড়েন।

সাহাবাগণের পর চালু হওয়া উপরোক্ত কথাগুলোর ফল এরকম হওয়ারই কথা। কারণ তা কুরআনের জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। বরং বিপরীত। আর

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে– একটি আমল (কাজ) আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল (স.) যেভাবে পালন করতে বলেছেন, কল্যাণের কথা ভেবেও যদি সেটা অন্যভাবে পালন করা হয়, তবে তাতে যে অকল্যাণসমূহ হবে তা হলো–

১. অজান্তে আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল (স.)-এর আদেশ অমান্য করাকে উৎসাহ দেওয়া হবে।
২. যে কল্যাণমূলক ফলাফলের জন্য আদেশটা দেওয়া হয়েছিল তা দুনিয়া বা আখিরাতে কখনই পাওয়া যাবে না।
৩. আমলটা যদি মানুষ গঠনমূলক হয় তবে ঐ আমল দ্বারা আল্লাহ যে মানের জনশক্তি তৈরি করতে চেয়েছেন, সে মানের জনশক্তি কখনো গঠিত হবে না। আর একটি চিরসত্য কথা হলো– অনেক সংখ্যক পঙ্গু মানুষের চেয়ে একজন সুস্থ-সবল মানুষ সমাজের জন্য বেশি কল্যাণকর।
৪. আল্লাহর দেওয়া চিরসত্য পথ বা পন্থা পাল্টালে নানা ধরনের ভ্রান্ত দল-উপদলের সৃষ্টি হবে।

তাই কুরআনের জ্ঞানার্জনের দিকে মুসলিমদের বেশি করে আকৃষ্ট করার জন্য নিম্নের তথ্যগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে–

১. সকল মুসলিমের জন্য কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা ফরজ (ফরজে আইন)। আর কুরআনের বিশেষজ্ঞ হওয়া সবার জন্য ফরজ নয় (ফরজে কিফায়াহ)।
২. কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বড়ো সওয়াবের কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ।
৩. জানার পর না মানা, না জানার কারণে না মানার চেয়ে দ্বিগুণ গুনাহ।
৪. কুরআনের একটি আয়াত বা কিছু অংশ বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী।
৫. কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আরও বেশি নেকী।
৬. কুরআন বুঝা অত্যন্ত সহজ।
৭. যে সকল অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের অর্থ হয় না সেগুলো বাদে অন্য আয়াত ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে পড়া অতিবড়ো গুনাহের কাজ।
৮. কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে কী কী লাভ বা কল্যাণ হবে তা মুসলিমদের বেশি বেশি করে জানাতে হবে। আর এই লাভ বা কল্যাণের বর্ণনার সময় দুনিয়ার কল্যাণগুলো পরকালের কল্যাণের আগে বলতে হবে। কারণ মানুষের জন্মগত স্বভাব হলো– তারা

দুনিয়ার কল্যাণ বা নগদ কল্যাণটা আগে দেখতে বা পেতে চায়। এ জন্যই সুরা বাকারার ২০১ নং আয়াতে আল্লাহ এভাবে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অনুবাদ : হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন ও আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা : লক্ষ করুন, এখানে আল্লাহ দুনিয়ার কল্যাণ আগে চাইতে বলেছেন। কারণ তিনি তো তাদের সৃষ্টিগত স্বভাবটা সবচেয়ে ভালো জানেন। হাদীস শরীফে আছে, রসূল (স.) এ দোয়াটাই সবচেয়ে বেশি করতেন বা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অধিকাংশ ওয়ায়েজীনগণ, কারীগণ এবং ইমাম সাহেবরা ইসলামের কোনো আমল বা কাজের লাভ বা কল্যাণের কথা বলার সময়, মানুষের জন্মগত ঐ স্বভাব এবং কুরআন ও হাদীসের জানানো উপদেশকে গুরুত্ব দেন না। কোনো আমলের লাভ বা কল্যাণের বর্ণনা করতে গিয়ে তারা প্রায় সমস্ত সময়টুকু ব্যয় করেন পরকালের কল্যাণ বর্ণনা করতে এবং তারও অধিকাংশ সময় তারা ব্যয় করেন হুর-পরী, বেহেশতে ঘুমাবার গদির (Matress) উচ্চতা ইত্যাদি বর্ণনা করতে।

কুরআনের জ্ঞানার্জনের কল্যাণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে যে দুটো বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে, তা হলো–

১. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক আছে, যথা– ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। এ সকল দিকের চিরসত্য সকল মৌলিক বিষয় কুরআনে আল্লাহ বর্ণনা করে রেখেছেন। মানব সভ্যতার কল্যাণ বা উন্নতি করতে হলে ঐ সকল দিকের উন্নতি অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেই উন্নতি করতে হবে কুরআনে বর্ণনা করা মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে। তা না হলে সেই উন্নতি আপাতত যতই কল্যাণকর মনে হোক না কেন, একদিন তা অবশ্যই অকল্যাণকর প্রমাণিত হবে বা ভেঙে পড়বে। এর অনেক উদাহরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা। ৭৫ বছর চলার পর তা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আর তাই পবিত্র কুরআনের সুরা নাহল-এর ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

অনুবাদ : সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা (সত্যকে) মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে মানুষকে বলেছেন– তোমরা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখো কুরআনের মৌলিক তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে যারা তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, তারা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

২. কুরআনের বক্তব্যগুলো যে জানে শয়তান তাকে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্তত ধোঁকা দিতে পারবে না। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই, ছোটো শয়তানও তাকে সহজে ধোঁকা দিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয় থেকেও বিপথে নিয়ে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। শয়তান যে এটা করছে, সে তা বুঝতেও পারবে না। আর এই ধোঁকা শয়তান দেবে ওলি, পীর, বুজর্গ, মাওলানা, হুজুর, চিন্তাবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদির বেশে এসে এবং সওয়াব বা কল্যাণের কথা বলে।

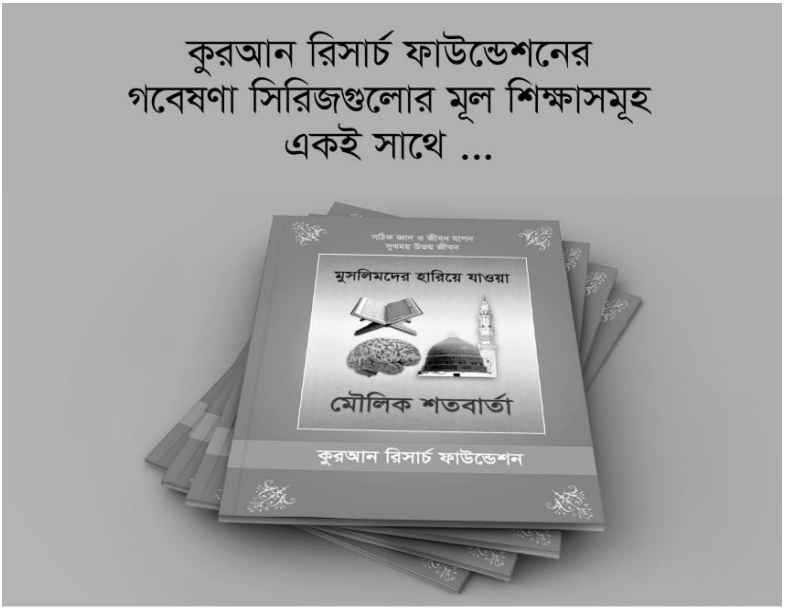

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আশা করি আপনাদের কাছে এখন পরিষ্কার যে– না বুঝে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কথাটার উৎস হচ্ছে একটা দুর্বল সহীহ হাদীসের কুরআন, অন্যান্য শক্তিশালী হাদীস ও Common sense-এর ঘোর বিরোধী ব্যাখ্যা। কুরআনের ব্যাপারে এরকম আরও কিছু অসতর্ক ও মহাক্ষতিকর প্রচারণা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সেগুলো শনাক্ত করা সহজ হবে যদি আমরা নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখি–

১. শয়তানের এক নম্বর কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা।

২. শয়তান সব সময় কল্যাণ, সওয়াব বা লাভের লোভ দেখিয়ে ধোঁকা দেয়। আর তার এই পদ্ধতি যে কত মারাত্মক তা বুঝা যায় জান্নাতে আদম (আ.)-এর ধোঁকা খাওয়ার ঘটনা থেকে।

৩. অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের বক্তব্য ও রসূল (স.)-এর মুজেজা ছাড়া Common sense-এর চিরন্তন বিরোধী কোনো বিষয় কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে নেই। তাই, Common sense-এর বিরোধী কথা যাচাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। সে কথা যত বড়ো ব্যক্তিই বলুক না কেন।

৪. ইসলামে সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (বাকারা/২ : ২৬)। তাই, সত্য উদাহরণের বিরোধী কথাও যাচাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। সে কথা যত বড়ো ব্যক্তিরই বর্ণনা করা হোক না কেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো কোনো অবস্থানেও আমি নেই। আমি ঐ ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো শুধু আপনাদের সামনে হাজির করে দিয়েছি। আশা করি, ঐ তথ্যগুলো জানার পর যে কোনো Common sense সম্পন্ন তথা বে-আকল নয় পাঠকের পক্ষে, ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে

কুরআন পড়লে গুনাহ হবে, না সওয়াব হবে- সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা মোটেই কঠিন হবে না।

যে সকল মহান ব্যক্তি ইসলামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থানে আছেন, তাঁদের কাছে আমার আকুল আবেদন– তাঁরা যেন পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যগুলো সামনে রেখে বিষয়টা পর্যালোচনা করে অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন।

আমি সকল মুসলিম, বিশেষ করে যারা কুরআন ও হাদীসের বিশেষজ্ঞ, তাঁদের নিকট আকুল আবেদন করছি– আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে বা কারো যদি আর কোনো তথ্য জানা থাকে তবে তা আমাকে জানাতে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো ব্যাখ্যা সহকারে সংযোজন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কুরআনের ব্যাপারে সকল অসতর্ক ও ক্ষতিকর কথা শনাক্ত করার ক্ষমতা ও সুযোগ দান করেন এবং সে অনুযায়ী আমাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নেওয়ার তৌফিকও দান করেন, আমিন!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
  সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **প্রফেসর'স বুক কর্তার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...